Safety & Rights

Promoting Safety, Enforcing Rights

পরিচিতি

সেইফটি এন্ড রাইটস

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) একটি অলাভজনক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। এটি সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ (নিবন্ধন নং এস-১০২৮০, ৮ অক্টোবর ২০০৯) এবং ফরেইন ডোনেশন (ভলান্টারি একটিভিটিস) রেগুলেশন রুলস, ১৯৭৮ এর অধীনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত (নিবন্ধন নং ২৬৫৯, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১)। এর লক্ষ্য হচ্ছে দেশের শ্রমজীবী মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, খাদ্য, যাতায়াত ও নিরাপত্তাসহ আইনী অধিকারসমূহ সুরক্ষা করা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠান যেন প্রচলিত আইন ও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেজন্য শ্রমিক-মালিক-সরকারকে সহায়তা করা।

যাদের সাথে কাজ করে

সেইফটি এন্ড রাইটস সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের পাশাপাশি কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সাথে যৌথ-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে ব্র্যাক-হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রাম এবং আহতদের ওপর তথ্যানুসন্ধানে পক্ষাঘাতগ্রস্থদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) এর সাথে কাজ করে। এছাড়া আহত বা নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আদায়ে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।

পরিচালনা পর্ষদ

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি এর ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পর্ষদের সম্মানিত সদস্যরা হলেন- খুশী কবির, চেয়ারপার্সন; তাহেরা ইয়াসমিন, ভাইস চেয়ারপার্সন; ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সদস্য; সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সদস্য; প্রকৌশলী আসমা জাহান হক, সদস্য; সাফি রহমান খান, কোষাধ্যক্ষ; তানিম হোসেইন শাওন, সাধারণ সম্পাদক।

সেকেন্দার আলী মিনা, নির্বাহী পরিচালক।

কার্যক্রম

কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ

সেইফটি এন্ড রাইটস এর অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতির মান উন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে আহত বা নিহত শ্রমিকের পক্ষে আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করা।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতি বছর কর্ম-সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় প্রায় ১১,০০০ জন এবং পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৪,৫০০ জন শ্রমিক মারা যায়। এছাড়া কাজ করতে গিয়ে আহত হয় প্রায় ৮০ লক্ষ শ্রমিক যাদের অনেকেই স্থায়ী অক্ষমতার শিকার হয়।

অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাব প্রায়ই দেখা যায়। ফলে শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতের অধিকাংশ শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও রোগের শিকার হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে আহত বা নিহত শ্রমিকের পোষ্যগণ আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ পায় না। এছাড়া আহত বা নিহতের পরিবার দারিদ্র্যসহ বিভিন্ন সমস্যার শিকার হয়। কখনও কখনও এসব পরিবার জীবিকার তাগিদে অনেক বিপজ্জনক পেশায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এমনকি, মালিকের ব্যর্থতার ফলে সংঘটিত দুর্ঘটনায় শ্রমিক আহত বা নিহত হলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা উক্ত মালিকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এরূপ অবস্থার উন্নয়নে সেইফটি এন্ড রাইটস নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে-

কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান : সেইফটি এন্ড রাইটস নিজে এবং সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে কর্ম-সংক্রান্ত আহত ও মৃত্যুর ঘটনার বিশদ তথ্যানুসন্ধান করে। যার মাধ্যমে মৃত্যুর কারণসহ পুরো ঘটনাটি বিশ্লেষণপূর্বক জানা যায়। এরপর প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে আহত ও নিহত শ্রমিকের পরিবার বা পোষ্যদের ক্ষতিপূরণ আদায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এরূপ তথ্য সরবরাহ করে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকেও সহায়তা করা হয়।

আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন : স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নেয়া পদক্ষেপসমূহের মান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক তা উন্নয়নের জন্য সেইফটি এন্ড রাইটস কাজ করছে। এছাড়া নির্মাণ খাতের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিল্ডিং কোড অনুযায়ী কোড 'এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি গঠনে' সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিভিন্ন ইস্যুতে মহামান্য হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা করে আসছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান উন্নয়নে শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণেও সহায়তা করছে।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা : সেইফটি এন্ড রাইটস শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। প্রতিবছর পদ্ধতিগতভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত ও নিহত এর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং উক্ত দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় বের করাসহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে গবেষণা করে থাকে।

মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের দক্ষতা বৃদ্ধি : মালিকদের সংগঠনের সাথে আমরা যৌথভাবে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করি। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনী দায়িত্বসমূহ পালনে মালিক পক্ষের করণীয় সম্পর্কে ধারনায়নে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সেইফটি এন্ড রাইটস স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শ্রম অধিকার সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে।

আইন ও নীতি সংস্কার : শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত আইনের মান উন্নয়ন ও তার সংশোধনে আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়নে খসড়া নীতি তৈরি থেকে চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত প্রতি পর্যায়ে সরকারকে সহযোগিতা করেছি। 'জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল' এবং 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন' যেন তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য এ্যাডভোকেসি করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

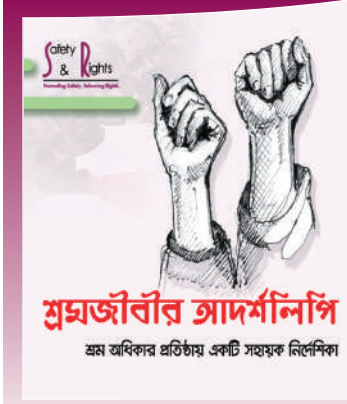

জনগণের নিরাপত্তা

বাংলাদেশে শুধু শ্রমিকরাই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন তা নয়। সকলের ক্ষেত্রেই এটা ঝুঁকিপূর্ণ- খাদ্যে ভেজাল থাকতে পারে, ঔষধ প্রস্তুতে বিষাক্ত কাঁচামাল ব্যবহৃত হতে পারে বা ফিটনেস বিহীন বাস রাস্তায় চলতে পারে। তাই ভোক্তা বা যাত্রীদের অহেতুক ঝুঁকি এড়াতে জনসাধারণের নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইন ও প্রবিধানের উন্নয়নে সেইফটি এন্ড রাইটস কাজ করে।

জনগণের নিরাপত্তা বিধানের আইনসমূহ যথার্থ কিনা তা বিশ্লেষণ করে এবং সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ যথাযথ ভূমিকা পালন করছে কিনা তা নিয়ে তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে। সেইফটি এন্ড রাইটস প্রয়োজনে সরকারি সেবার মান উন্নয়নে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে মামলা করে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেইফটি এন্ড রাইটস মালিক-শ্রমিক এবং সরকারকে সহায়তা করে থাকে।

কর্মক্ষেত্রের সাধারণ অবস্থা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কর্ম-ঘন্টা, চাকুরীর নিরাপত্তা এবং কর্মক্ষেত্রের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ন্যূনতম কী সুযোগ-সুবিধা মালিকের প্রদান করা উচিত সেই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। এই ক্ষেত্রে মালিকরা যেন আইনী বাধ্যবাধকতা মেনে চলে তা নিশ্চিতকরণে সেইফটি এন্ড রাইটস গবেষণা, প্রশিক্ষণ, এ্যাডভোকেসি ও আইন সহায়তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

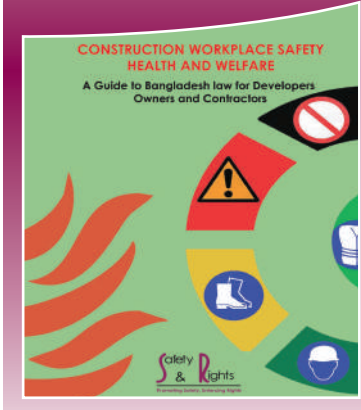

এক নজরে সেইফটি এন্ড রাইটস এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আদায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রম আদালতে ১৯৮ টি মামলা দায়ের করেছে এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে ১৯৪ জন আহত শ্রমিককে অর্থ প্রাপ্তির জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে;
- রানা প্লাজা ধ্বসে আহত শ্রমিকদের উদ্ধার প্রক্রিয়ায় ও চিকিৎসা সেবায় সেইফটি এন্ড রাইটস সহায়তা করেছে, দীর্ঘমেয়াদী আহতদের আরামদায়ক বিছানা সরবরাহ করেছে, ক্ষতিগ্রস্তদের চাহিদা নিরূপণে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক গঠিত অর্থ-তহবিল থেকে অর্থ প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় সহায়তা দিয়েছে;
- সফলতার সাথে সম্পন্ন গবেষণা/স্টাডিসমূহ হলো-
  - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় নির্মাণ শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গবেষণাপত্র;
  - আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহায়তায় আইএলও কনভেনশনের আলোকে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং দেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতির প্রয়োগ শীর্ষক স্টাডি;
  - দাতা সংস্থা ডিয়াকোনিয়ার সহায়তায় বাংলাদেশে ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) ও তার চর্চা এর ওপর গবেষণা;
  - দাতা সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় তৈরি পোশাক শিল্পে নবগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণা;
  - কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহতদের ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিষয়ে সমীক্ষা- সহায়তায় ছিল বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ।

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত টুলকিট ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়;
- কর্মক্ষেত্রে নিহত ও আহতের তথ্যানুসন্ধান এসআরএস এর একটি বিশেষ কার্যক্রম। নিহত শ্রমিকের নির্ভরশীল পরিবার ও আহত শ্রমিকের পক্ষে আইনগত ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১৪০০ দুর্ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার কারণ, পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করা হয়।
- প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ২৬০০ নির্মাণ শ্রমিক, ১৭০০ ট্যানারি এবং ৫৩০০ তৈরি পোশাক কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহয়তা করা হয়েছে। এশিয়া ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহায়তায় লালমনিরহাট জেলায় পাথর ভাঙ্গা শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রকাশনা:** বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিসংখ্যান বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন, বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি ও শ্রম অর্থনীতি, নির্মাণ শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নির্দেশিকা, শ্রমজীবীর আদর্শলিপি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনী ধারণা।

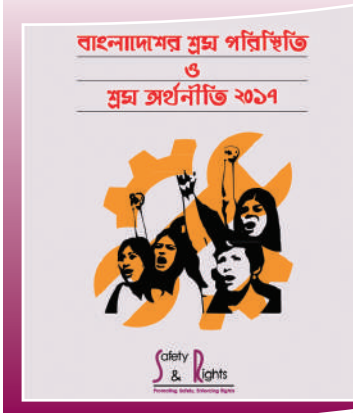

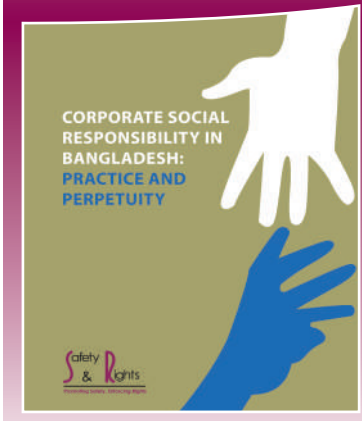

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

- "ওয়ার্কপ্লেস সেইফটি কম্পেনসেশন এন্ড একাউন্টেবিলিটি"- যার মূল লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধিকতর তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, ক্ষতিপূরণ আদায়ে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক মালিক ও শ্রম সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নয়নে অ্যাডভোকেসি করা।
- "মেইনস্ট্রিমিং দি ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপালস অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড লেদার ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিজ"- দাতা সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস, লেদার ও ট্যানারি সেক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জাতিসংঘ ঘোষিত ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত নির্দেশনা নীতি সম্পর্কে সরকার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড ইউনিয়নকে অবহিতকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন- যা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে এবং মানবাধিকার লংঘন হ্রাস করবে।
- "সাসটেইনেবল এন্ড রেস্পনসিবল একশনস্ ফর মেকিং ইন্ডাস্ট্রিজ কেয়ার (শ্রমিক)"- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট তৈরি পোশাক এবং চামড়া শিল্পের সাথে যুক্ত মালিক-শ্রমিক-পেশাজীবীদের সংগঠনসমূহের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো এবং সচেতনতা ও সংবেদনশীল করার মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও মালিক পক্ষকে শ্রমআইন ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা। এ প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতায় রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও একশনএইড বাংলাদেশ।

যোগাযোগ

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)
১৪/২৩ বাবর রোড (৫ম তলা), ব্লক- বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: +৮৮-০২-৯১১৯৯০৩-০৪, মোবাইল: +৮৮০১৯৭৪-৬৬৬৮৯০
ই-মেইল: info@safetyandrights.org
ওয়েবসাইট: www.safetyandrights.org